বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
পিপিআর অনুবিভাগ
www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সাভারস্থ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পারস্পারিক অভিজ্ঞতা এবং মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোহাম্মদ মুনির হোসেন, এমডিএস (পিএন্ডএস), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
স্থান : এমডিএস (পিএন্ডএস) মহোদয়ের অফিস কক্ষ
তারিখ : ১৩/১২/২০১৮
সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা সংযুক্ত। পরিশিষ্ট: 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় আগত সাভারস্থ ০৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ স্বাগত জানান। সভাপতি মহোদয় সভায় জানান যে, গত ৩০ মে ২০১৮ খ্রি. তারিখে মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের সভাপত্বিতে অনুষ্ঠিত ৩য় সোশাল মিডিয়া সংলাপে "প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার লোকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা অনুসন্ধান করতে হবে মর্মে" সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে সাভারস্থ ৫ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পারিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আজকের এ সভার আয়োজন করা হয়েছে মর্মে সভাপতি মহোদয় সভায় জানান। এরপর উপস্থিত কর্মকর্তবৃন্দ তাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান এবং নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। সভায় নিম্নবর্ণিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	বিএলআরআই এর সিনিয়র প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জনাব কামরুন নাহার মনিরা, তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেন যে, বিএলআরআই শুধুমাত্র নিজস্ব ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। তাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্থানীয় জনগনের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সীমিত। এমনকি নিজস্ব কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও অত্র প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সীমিত রয়েছে। বিএলআরআই গবেষণার মাধ্যমে রিসার্স টেকনোলজির উন্নয়ন করে থাকেন। তারা মূলত গবেষণামূলক কাজ করে থাকেন। তাদের পর্যাপ্ত শ্রেণী কক্ষ ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা নেই।	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে তাদের বর্তমানে গৃহীত কার্যক্রমের পাশাপাশি আরো গণমুখি ও কার্যকরভাবে Local Entrepreneurship গড়ে তোলার বিষয়ে কাজ করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	বিএলআরআই
২.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক ড. মোঃ শাহিদুল ইসলাম জানান যে, এ প্রতিষ্ঠান শুধু মাত্র তালিকাভুক্ত নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। স্থানীয় জনগণ এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানে ৩০ বছরের নীচে নেতৃস্থানীয় যুবকদের এবং যুব ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে শ্রেণী কক্ষ যথাযথ ব্যবহার করা হয়। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ২টি ডরমিটরী রয়েছে। যেগুলোর ধারণ ক্ষমতা ১১০জন। তাছাড়াও ১টি আন্তর্জাতিক হোস্টেল রয়েছে যার ধারণ ক্ষমতা ২৫জন। তবে এই আন্তর্জাতিক হোস্টেলটি	ক) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনুষদ সদস্য বিনিময় চলমান রয়েছে। এটা আরো জোরদার করা যেতে পারে। খ) প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পারিক Visit, আবাসনের ব্যাপারে সহযোগিতা করা এবং নিজেদের মধ্যে অন্যান্য টেকনিক্যাল সাপোর্ট বিনিময় চালু করা যেতে পারে। গ) এসডিজিএর রূপকল্প ২০৩০ এবং ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সার্বিকভাবে নিজস্ব কাজের পাশাপাশি সাভারস্থ স্থানীয় জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র

ক্র নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	বছরের বেশির ভাগ সময় অব্যবহৃত থাকে বলে তিনি জানান।	জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ঘ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যে সকল লজিস্টিক সার্পোট রয়েছে তা পুরোপুরি ব্যবহার করে স্থানীয় জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	
৩.	অফিসার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (OTI) এর ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন বলেন যে, ওটিআই মূলত বিএলআরআই এর গবেষণালব্ধ কাজ প্রয়োগ করে থাকে। ওটিআই শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। APA অনুযায়ী ওটিআই প্রতি বছর ১২০০জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। যার ফলে এখানে আর কোন জায়গা খালি থাকে না। তাছাড়া OTI বৎসরব্যাপী বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণগুলি Conduct করে থাকে।	দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে, ভিক্ষুক নির্মূলে এবং স্থানীয় জনগনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভাগ্যের উন্নয়নে এ সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেজন্য চলমান কর্মসূচীর পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ করা যায় কিনা সেটা বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হলো।	অফিসার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট
৪.	মৎস প্রশিক্ষণ একাডেমী (এফটিএ) এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তা সভায় জানান যে, আঞ্চলিক মানব সম্পদ কেন্দ্র থেকে গার্মেন্স কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। রাজস্ব বাজেট থেকে প্রশিক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করা হয়।	উভয় প্রতিষ্ঠানকে সাভারস্থ স্থানীয় জনগণ নিয়ে **Skill Based** এবং স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টির ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়।	মৎস প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

এছাড়া সভায় উপস্থিত সাভারস্থ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের তাদের প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিবেচনায় স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের সহিত কথা বলে **Innovative Proposal** প্রস্তুত করে তা আগামী ২০ দিনের মধ্যে বিপিএটিসিকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য সূচি না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-২৪/১২/২০১৮
(মোহাম্মদ মুনির হোসেন)
এমডিএস (পিএন্ডএস)

নং ০৫.০১.২৬৭২.১৩৩.০৬.০৫৮.১৭. ৯৬৯ তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

১। এমডিএস (সকল), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
২। পরিচালক (সকল),বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
৩। জনাব, ...,সাভার, ঢাকা।
৪। পি এস টু রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা (রেক্টর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। সহকারি প্রোগ্রামার-৪, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
৬। সংশ্লিষ্ট নথি।

২৪/১২/২০১৮
(মোঃ সানোয়ার জাহান ভূইয়া)
পরিচালক (পিপিআর)